PRINT

সমকাল

নোবিপ্রবির এক যুগ

১১ ঘণ্টা আগে

শুভেন্দু সাহা

বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের শিক্ষার গুণগত বিকাশ সাধন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ওপর ভিত্তি করে ২০০৬ সালের ২২ জুন দেশের ২৭তম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। পথচলার এক যুগে নানা চড়াই-উতরাই পেছনে ফেলে শিক্ষা ও গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে নোবিপ্রবি। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চশিক্ষাকে আরও সহজলভ্য, গ্রহণযোগ্য ও আধুনিকায়ন করার প্রয়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নতুন নতুন বিভাগ, ইনস্টিটিউট, অনুষদ ও আবাসিক সমস্যা সমাধানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নামে নতুন হল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ

মোকাবেলায় বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটে চলেছে নোবিপ্রবির জয়রথ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক ও মানবীয় শিক্ষাদানের জন্য শিল্প-সাহিত্য, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞানের সম্মেলন করে নোবিপ্রবি পরিবার দিনদিন আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিক ও যুগোপযোগী পাঠদান, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মস্পৃহা ও সুস্থ রাজনৈতিক চর্চার কারণে নোবিপ্রবি দিন দিন হয়ে উঠছে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গুণগত মানোন্নয়ন ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের জন্য বরাদ্দ অপ্রতুল হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চেষ্টা করে যাচ্ছে যথাসাধ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প মাথায় রেখে গবেষণার জন্য উন্নত ল্যাব প্রতিষ্ঠা, মাল্টিমিডিয়া ও মোবাইল অ্যাপসমৃদ্ধ ক্লাসরুম নির্মাণ, কম্পিউটার শিক্ষাকে বেগবান করার জন্য সাইবার সেন্টার, গ্রন্থাগারের মানোন্নয়নে চলমান প্রক্রিয়ার কারণে নোবিপ্রবির গবেষকরা উপহার দিচ্ছেন নতুন নতুন আবিস্কার। অতি সম্প্রতি ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন নতুন দুটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী (যার একটির নাম রাখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে- নোবিপ্রবিয়া) আবিস্কার করে দেশকে জানান দিয়েছেন নোবিপ্রবির অবস্থান। বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন- রোভার দল, বিএনসিসি, বিতর্ক সংগঠন, মডেল ইউনাইটেড নেশনস, বিজনেস ক্লাব, সাহিত্য সংগঠন শব্দকুটিরসহ নানা সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। ফলে নোবিপ্রবি পরিচিতি পাচ্ছে আলোকিত সবুজ ক্যাম্পাস হিসেবে। নোবিপ্রবি থেকে অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে গ্র্যাজুয়েটরা দেশ ও দেশের বাইরে সম্মানের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেশবরেণ্য শিক্ষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম অহিদুজ্জামানের দক্ষ নেতৃত্ব ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক মানের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণা বিনিময় চুক্তি সাধনের ফলে গুণগত মান বৃদ্ধির চেষ্টা যেমন অব্যাহত রয়েছে, ঠিক তেমনি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং আগামীকে আরও সুন্দর করার প্রয়াসে কাজ করে যাচ্ছে নোবিপ্রবি পরিবার। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিন দিন শিক্ষার্থীদের কাছে হয়ে উঠছে উচ্চশিক্ষার বাতিঘর, ক্যাম্পাসের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে একটি কথা- 'নোবিপ্রবি, ভালোবাসার ১০১ একর'!

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

© সমকাল 2005 - 2018

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com